দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 AUG 1997
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

শিক্ষা এখন গারোদের বেঁচে থাকার অবলম্বন

রুহুল মতিন ॥ নেত্রকোনা ঃ দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ কি করে? রুখে দাঁড়ায়। গারোদের অবস্থা হয়েছে তাই। তবে তাদের রুখে দাঁড়ানোটা অন্যরকম। সংগ্রামের পদ্ধতি ভিন্ন। মারামারি বা লাঠালাঠি নয়। শিক্ষাকে তারা বেছে নিয়েছে হাতিয়ার হিসেবে।

গারোরা আজ নানা সংকটে জর্জরিত। গভীর ক্ষতে আহত তাদের সমাজ। সমতলের বাঙালিদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। জমি বেহাত। চাষবাস অসম্ভব। কোন রকমে টিকে থাকার চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। অন্য কোন উপায় নেই। লেখাপড়াকে তাই তারা টিকে থাকার অবলম্বন করে নিয়েছে।

গারো নেতারা সবাইকে উৎসাহ দিচ্ছেন। 'লেখাপড়া কর। নয়ত টিকে থাকতে পারবে না।' গারোদের মধ্যে লেখাপড়ার হার এখন অনেক উঁচু। উপজাতিদের মধ্যে বোধহয় সর্বোচ্চ। এই হার এমন কি জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি।

দুর্গাপুর থানার বিরিশিরিতে আছে একটি ব্যাপটিস্ট মিশন। গারোদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিয়োজিত। মিশনের সেক্রেটারি মাস্টার বিনোদ কুমার বললেন, "শতকরা ৮৫ ভাগ গারো বর্তমানে শিক্ষিত। অথচ দেখুন, এদের আর্থিক বুনিয়াদ খুব দুর্বল। তবে শিক্ষার হার যে গতিতে বাড়ছে, তাতে আগামী দু' হাজার সালের মধ্যে সকল গারোই শিক্ষার আলো পাবে।"

শিক্ষার প্রতি আগ্রহ গারোদের মধ্যে আগে থেকেই দেখা দিয়েছে। বিনোদ কুমারের মতে, ষাটের দশকের শেষ থেকে তারা ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে পড়ে।

বাংলাদেশে রয়েছে অনেকগুলো উপজাতি। গারোরা এদের মধ্যে অন্যতম। গারোদের বসবাস দেশের উত্তর-পূর্ব পাহাড়ি এলাকায়। নেত্রকোনা, জামালপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, সুনামগঞ্জ এসব জেলায়। বাংলাদেশে ভারত সীমান্ত সংলগ্ন জামালপুর-নেত্রকোনা অঞ্চলে এদের সংখ্যা বেশি। গারো পাহাড়ের পাদদেশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তারা। গারোদের উৎস আসামে।

মূলত কৃষিজীবী গারো উপজাতির লোকজন। তবে এখন পরিস্থিতি পাল্টে যাচ্ছে। গত আড়াই দশকে নানা কারণে এই চিত্র পাল্টে যাচ্ছে। মধ্য ষাট থেকে শুরু হয়েছে সমতলবাসীদের আগ্রাসন। গারোরা জমি হারিয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে তারা আশ্রয় নেয় খৃষ্টান মিশনারীদের কাছে। অবশ্য এটা তাদের জন্য হয়েছে শাপে বর। শিক্ষার দুয়ার খুলে গেছে তাদের সামনে। আধুনিক জীবনের আলো হাতছানি দেয় গারোদেরকে।

লেখাপড়া শিখে গারোরা আধুনিক হচ্ছেন। ভেঙে পড়ছে তাদের নানা সংস্কার। প্রাচীন মূল্যবোধ যাচ্ছে পাল্টে। তারা দিন দুনিয়ার খবরাখবরও রাখতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

গারো এলাকায় কাজ করছে এগারোটি ব্যাপটিস্ট মিশন। ক্যাথলিক মিশনও আছে এগারোটি। গারোদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে মূল অবদান এসব মিশনের। ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা মোট ৬৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করে। তারা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগও দেয়।

মাধ্যমিক পর্যায়ে রয়েছে অনেক গারো ছাত্রছাত্রী। মিশনারীরা এদের জন্য আবাসিক সুবিধা দিচ্ছে। শিক্ষার জন্য কোন খরচ নেই তাদের। এমন কি মিশন থেকে বৃত্তিও পায় অনেকে। গারো উপজাতির অনেক ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়। মিশনারীরা এদের জন্য ময়মনসিংহে তিনটি হোস্টেল চালায়। ছেলেদের জন্য দু'টি আর মেয়েদের জন্য একটি। গারো মেয়েদের উৎসাহ দেয়া

হয় নার্সিং পেশায় আর শিক্ষকতায়।

দুর্গাপুরে এক মিশনের শিক্ষা কর্মসূচিতে কাজ করেন দীপক চাম্বুগং। তিনি বললেন, "গারো বাবা-মা আজকাল অনেক সচেতন হয়েছেন। না খেয়ে থাকেন, তবু ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠান।"

গারোরা আগে কৃষিকাজ ছাড়া কিছু ভাবত না। আজ তাদের সামনে খুলে গেছে সম্ভাবনার দুয়ার। লেখাপড়া শিখে নানা চাকরি পাচ্ছে। নেত্রকোনায় ব্যাপটিস্ট মিশনের কর্মকর্তারা জানান, গারো জনসংখ্যার শতকরা দশ ভাগ আজ চাকরি করছে।

লেখাপড়া শিখে গারোরা আধুনিক হচ্ছেন। ভেঙে পড়ছে তাদের নানা সংস্কার। প্রাচীন মূল্যবোধ যাচ্ছে পাল্টে। তারা দিন দুনিয়ার খবরাখবরও রাখতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

গারোদের সমাজ 'মাতৃতান্ত্রিক'। পৃথিবীতে এ রকম সমাজের সংখ্যা খুব বেশি নেই। গারো মেয়েরা সম্পত্তির মালিকানা লাভ করেন। পূর্ব পুরুষের সম্পত্তি মেয়েতে বর্তায়। বিয়ের পর স্বামীরা স্ত্রীর পরিবারে চলে আসেন।

তবে এই ঐতিহ্য এখন পরিবর্তনের মুখে। পরিবারের সম্পদে এখন ছেলে-মেয়ে দু'জনের অধিকার থাকছে। সঙ্গী নির্বাচনেও এসেছে পরিবর্তন। গারো তরুণী রাই খান বললেন, "শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা নিজেদের সঙ্গী নিজেরাই বেছে নিচ্ছে।"

সাংসারেক এদের ধর্মের নাম। কথা হলো কুলাউড়া ইউনিয়নের চানগাছা গ্রামের সচিন্দ্র রেমার সঙ্গে। তার বয়স ৮০ ছাড়িয়ে গেছে। রেমা ও তার স্ত্রী এখনো সাংসারেক ধর্মে বিশ্বাসী। পরিবারের অন্যরা খৃষ্টান। সচিন্দ্র রেমা বললেন, "গারোদের নিজস্ব বলে আর কিছু নেই। সবাই খৃষ্টান হয়ে গেছে। তারা বিয়ে পর্যন্ত করে চার্চে গিয়ে।" বৃদ্ধের বুক থেকে বেরিয়ে এল এক দীর্ঘশ্বাস।

তবে তরুণ গারোরা উচ্ছ্বসিত। তারা নিজেদেরকে খৃষ্টান বলে পরিচয় দিতে ভালবাসে। উপজাতি বলতে পছন্দ করে না। দীপক চাম্বুগং-এর কণ্ঠে এদেরই প্রতিধ্বনি, "জমিজমা ধরে রাখার চেষ্টা করে কি লাভ? রাখতে তো পারব না। তার চেয়ে লেখাপড়া শিখি। চাকরি একটা পাবই।"